



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1093 - 1098

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধার : আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

টুম্পা দে (দাস)

স্বাধীন গবেষক

Email ID: tumpadeydas1986@gmail.com

ID 0009-0004-1613-3067

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Public Library,
Modern Society,
Self-Education,
Cultural Heritage,
Social Development,
Library Movement,
Knowledge
Preservation,
Information
Technology,
Community
Empowerment,
Literacy.

Abstract

The library is a timeless institution that bridges the past, present, and future. In a modern society built on the pillars of scientific reasoning, industrialization, and urban development, the library serves as a 'sanctuary of the mind'. While institutional education provides degrees, true 'enlightenment' or 'self-education' is nurtured within the walls of a library. Historically, libraries date back to 2600 BC in Sumer, evolving through the legendary repositories of Alexandria and Nalanda to the modern national and digital archives. The primary objective of a public library is the collection, preservation, and dissemination of knowledge to all strata of society without discrimination. In the context of modern society, libraries play a multifaceted role as educational catalysts, centers for social empowerment, and guardians of national progress. Despite their importance, many rural and public libraries face extinction due to a lack of funding and staff. To build a progressive nation, there is an urgent need for a renewed 'Library Movement'. A library is not just a building full of books; it is a fortress protecting a civilization's soul.

Discussion

গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি হল অতীতের নীরব কথক, বর্তমানের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা। যুগ যুগ ধরে মানবসমাজ ও ইতিহাসের বিবর্তনের এক অনন্য সাক্ষী হিসেবে গ্রন্থাগার স্বীকৃত; তাই সভ্য ও আধুনিক মানুষের কাছে এটি এক পরম নির্ভরযোগ্য মিত্র। মানবসভ্যতা নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সর্বজনীন সামাজিক বিকাশ, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির অন্বেষণে আধুনিকতার স্তরে উপনীত হয়েছে। রক্ষণশীলতার শৃঙ্খল মোচন করে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তার বিকাশ, শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের স্তম্ভে দণ্ডায়মান এই আধুনিক সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে এখানে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বরং প্রকৃত 'সুশিক্ষা'র আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর মতে, -

“শিক্ষা বলতে স্বশিক্ষিত শিক্ষা, এবং তা একমাত্র সম্ভব লাইব্রেরিতে পড়ে।”^১

দার্শনিক উইল ও এরিয়েল ডুরান্টের ভাষায়, -

“শিক্ষা হল সভ্যতার রূপায়ণ।”^২

অন্যদিকে নেলসন ম্যাডেলা শিক্ষার সংজ্ঞায় বলেছেন, -

“শিক্ষা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র, যা বিশ্বকে পরিবর্তন করতে আমরা ব্যবহার করতে পারি।”^৩

মনীষীদের এই চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে— মনের আনন্দ ও প্রসারতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও জাতির কল্যাণে হন নিবেদিতপ্রাণ। তাই প্রগতিশীল রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিককে হতে হবে সংস্কৃতিমনস্ক ও মার্জিত পাঠক; আর এমন মননশীল পাঠক তৈরির কারখানাই হল গ্রন্থাগার। আক্ষরিক অর্থে, ‘গ্রন্থাগার’ হল বহুবিধ গ্রন্থের আগার, অর্থাৎ রকমারি বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাদি ও নানা তথ্যের সংগ্রহশালাই হল গ্রন্থাগার এবং এই স্থানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার স্বীকৃত।

গ্রন্থাগারের মূল অভীষ্ট হল তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সুশৃঙ্খল বিন্যাসের মাধ্যমে পাঠকদের মননশীল করে তোলা এবং সমাজের সামগ্রিক বিকাশ ঘটানো। গ্রন্থাগারের শান্ত ও নিভৃত পরিবেশ নিবিড় পাঠ ও গবেষণামূলক তথ্যানুসন্ধানের অনুকূল। এই জ্ঞানযজ্ঞে যিনি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন, তিনি হলেন গ্রন্থাগারিক। সমগ্র গ্রন্থাগারের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য।

গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক বিবর্তন : প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের সন্ধিক্ষণে, আনুমানিক ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুমেরে কিউনিফর্ম লিপিতে লিখিত মাটির ফলক সংরক্ষণের মাধ্যমেই গ্রন্থাগারের জয়যাত্রা শুরু হয়। সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী, এটিই বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থাগারের নিদর্শন।

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার :

১. আশুরবানিপালের গ্রন্থাগার (খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী)
২. আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী, প্রথম টলেমি সোটারের আমলে)
৩. পারগামুমের লাইব্রেরি (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী, আটালিদ রাজবংশ কর্তৃক নির্মিত)
৪. ব্যাবিলনের গ্রন্থাগার (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী)
৫. প্যাপিরির ভিলা (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী)
৬. ট্রাজানের গ্রন্থাগার (১১২ খ্রি.)
৭. সেলসাসের গ্রন্থাগার (১২০ খ্রি.)
৮. কনস্টান্টিনোপলের ইম্পেরিয়াল গ্রন্থাগার (চতুর্থ শতক)
৯. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (পঞ্চম শতক)
১০. বাগদাদ শিক্ষাকেন্দ্র (নবম শতক) ইত্যাদি।

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি থেকে জানা যায়, প্রাচীন এই গ্রন্থাগারগুলিতে ধর্ম, ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, সাহিত্য, জ্যোতিষবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থরাজি সংরক্ষিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকেই গ্রিসে লিখিত গ্রন্থের সমাহারে নির্মিত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব মেলে।

সমকালীন বিশ্বের প্রথিতযশা গ্রন্থাগারসমূহ : এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, রোমের ভ্যাটিকান লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড লাইব্রেরি, আমেরিকার কেন্টন লাইব্রেরি, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার এবং নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের ধারক হিসেবে পরিচিত।

আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের শ্রেণিবিভাগ : অবস্থান ও পরিষেবা প্রদানের ধরন ও লক্ষ্য অনুযায়ী আধুনিক সমাজে বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাগার পরিলক্ষিত হয় : -

ক) সরকারি গ্রন্থাগার : সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এই গ্রন্থাগারগুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারি ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষার রকমারি বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থের সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য গ্রন্থাগারের চেয়ে বেশি থাকে, তাই এগুলির আয়তনও

সাধারণত বড়ো হয়। এছাড়াও প্রচুর নজরকাড়া বিদেশি সাহিত্যের সংগ্রহেরও দেখা মেলে। এখানে কেবল বই নয়, বরং সাময়িকীপত্র, সংবাদপত্র, ঐতিহাসিক দলিল, মানচিত্র, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত থাকে। এছাড়াও এখানে নাচ-গান, আর্ট ইত্যাদির শৈল্পিক চর্চার বিবর্তনের ইতিহাস-কেন্দ্রিক গ্রন্থাদিও সংরক্ষিত হয়। লোকসংস্কৃতি গবেষণার জন্য তথ্যানুসন্ধান প্রদানকারী গ্রন্থের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের দেখা মেলে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি ও নিখরচায় প্রশিক্ষণ প্রদানের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা আধুনিক সমাজ গঠনে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

অন্যদিকে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের সরকারই এমন এক বিশেষ প্রকারের সংরক্ষণালয় পরিচালনা করে থাকে যাতে সংশ্লিষ্ট দেশের পুলিশ, গোয়েন্দা, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, সাংবিধানিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন তথ্যাদি, বইপত্র, পুঁথি, স্মারক ইত্যাদি সংরক্ষিত হয়, যেটিকে আমরা ‘মহাফেজখানা’ বলে জানি, যা দেশের সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস সংরক্ষণের বিশেষ আধার হিসেবে কাজ করে। এটিও গ্রন্থাগারের এক বিশেষ রূপান্তর। এখানে যে কোনো নাগরিক নিজের দেশকে বিশদে জানার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

খ) বেসরকারি গ্রন্থাগার : বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে ও দানে মূলত ক্লাব বা সংস্থার অধীনে এগুলি পরিচালিত হয়। অনেক সদস্য আবার নিজ সংগ্রহের বিভিন্ন মূল্যবান বইপত্র পাঠান্তে এসব গ্রন্থাগারগুলিতে দান করে সমৃদ্ধ করেন। সরকারি গ্রন্থাগারের মতো বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলির দ্বারও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে; তবে এখানে পাঠককে ন্যূনতম অনুদান দিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয়। কখনও কখনও এই গ্রন্থাগারগুলি বয়স্ক বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পাঠকের বাড়িতে বই পৌঁছে দেওয়ার মহৎ উদ্যোগও গ্রহণ করে থাকে।

গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার : ছোটো-বড়ো, সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ ও কল্পনাশক্তি বিকাশে সহায়তা করে এ ধরনের গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার জন্য নানা বিষয়ভিত্তিক আধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত বিভাগীয় গ্রন্থাগার থাকে। বিদ্যার্থীদের জ্ঞানার্জনের দক্ষতা বৃদ্ধি করাই এর মূল লক্ষ্য। শিক্ষাবিদ থমাস কার্লাইলের মতে, -

“বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয় হল গ্রন্থের এক বিশাল সংগ্রহ।”^৪

ঘ) অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার : বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন— হাসপাতাল, জাদুঘর, ধর্মীয় সংগঠন, নৌ-দপ্তর, কৃষি দপ্তর, আবহাওয়া দপ্তর, সেচ দপ্তর, থানা, পোস্ট অফিস, ট্রেজারি অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা করে থাকে সেখানে কর্মরত সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য।

ঙ) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার : আজকাল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের দেশের উন্নত শহরগুলিতে একটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িকেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগাররূপে নির্মাণ করে নাগরিকদের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ভারত তৃতীয় বিশ্বের দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে ইতিমধ্যে এহেন সাধু উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

চ) যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের গ্রন্থাগার : দীর্ঘক্ষণ যানবাহনের জন্য অপেক্ষারত সময়কেও যেন মানুষ নিজেকে মননশীল পাঠক রূপে গড়ে তোলার কাজে লাগাতে পারে, তাই আজকাল বিভিন্ন মহানগরীগুলিতে এ ধরনের গ্রন্থাগার নির্মাণ করা হচ্ছে।

ছ) মেট্রোসহ বিভিন্ন যানবাহনের নিজস্ব গ্রন্থাগার : তথ্য-প্রযুক্তিতে উন্নত দেশের মানুষদের কাছে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। দীর্ঘ যাত্রাপথের সময়টুকুকেও কাজে লাগাতে বাস, মেট্রো ইত্যাদিতে ছোট্ট কর্নার লাইব্রেরি থাকে। জাপান এ ব্যাপারে যথেষ্ট এগিয়ে।

জ) ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার : ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রন্থাগার নির্মাণের শখ বিদেশে বহুকাল পুরাতন; আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতক থেকে অভিজাত পরিবারগুলোতে এ ধরনের গ্রন্থাগার নির্মাণের শৌখিনতা দেখা যায়। যদিও আজকাল এ শৌখিনতা শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে শিক্ষার গুরুত্ব

ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। বেড়েছে বই বিপণন ও বইপাঠের অভ্যাস। তাই প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ছোটোখাটো হলেও একখানা সুসজ্জিত বইয়ের আলমারি দেখা যায়।

ঝ) ডিজিটাল লাইব্রেরি ও ই-আর্কাইভ : একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে ‘ডিজিটাল লাইব্রেরি’ বা ই-আর্কাইভ এখন সময়ের দাবি। তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব গ্রন্থাগারের সংজ্ঞাকে এক নতুন মাত্রা দান করেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত এই গ্রন্থাগারগুলোর দ্বারা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের দুস্তাপ্য বই, পাণ্ডুলিপি বা গবেষণাপত্র এখন পাঠকের হাতের মুঠোয়। তাই জ্ঞানচর্চা এখন আরও সহজতম হয়েছে। কোনও আপাতকালীন পরিস্থিতিতে সশরীরে গ্রন্থাগারে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়লে তখন এই ডিজিটাল লাইব্রেরিই আঁধারের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়াতে সক্ষম। করোনা পর্বে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষার ধারা অব্যাহত ছিল এই ডিজিটাল লাইব্রেরি ও ই-আর্কাইভের মাধ্যমেই।^৬

গ্রন্থাগারের সামাজিক ও জাতীয় গুরুত্ব : গ্রন্থাগার হল কোনো দেশের ইতিহাস ও বর্তমানের সেতুবন্ধ, যা জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্ভুল মানচিত্র তুলে ধরতে সক্ষম। চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের নানা জানা-অজানা তথ্য হাতের মুঠোয় এনে দিয়ে জনমানসে আত্মসচেতনতা, দেশপ্রেম ও মানবিক বোধ জাগ্রত করার মতো মহৎ কর্ম গ্রন্থাগার করে আসছে পুরাকাল থেকেই। এককথায় বলা চলে, নিজ অমৃতভাণ্ডার উজাড় করে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠক তৈরির দ্বারা বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর আধুনিক উন্নত জাতি নির্মাণই গ্রন্থাগারের মূল সামাজিক দায়িত্ব। ইউনেস্কোর ঘোষণা অনুযায়ী, সাধারণ গ্রন্থাগার হল সমাজের সকল সদস্যের জন্য শিক্ষার একটি জীবন্ত উৎস।^৭

নারীশিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা : ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীশিক্ষার দিকটা আগাগোড়াই অবহেলিত। হাল আমলে নারীরা নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে প্রবেশ করছে শিক্ষাঙ্গনে। জাতীয় সমীক্ষায় (২০০৫-০৬ সময়কালের প্রেক্ষাপটে) সে হার ছিল মাত্র ৫৯.৩%। তবে সর্বশেষ জাতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী সে হার বর্তমানে প্রায় ৭১.৫%, যা আশাব্যঞ্জক হলেও সর্বভারতীয় স্তরে গ্রামীণ ক্ষেত্রে তা এখনও যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়।^৮ অথচ একজন নারী শিক্ষিত হলে সমগ্র সমাজ ও আগামী দশটি প্রজন্ম পরোক্ষভাবে শিক্ষিত হয়ে থাকে^৯ — এ প্রমাণিত সত্য এখনও সমাজে অবহেলিত। আধুনিক সমাজ গঠনের স্বার্থে লিঙ্গবৈষম্য ভুলে শিক্ষার আলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। আর এ বিষয়ে ভীষণ রকম সহযোগী হতে পারে গ্রন্থাগার। নারীরা নিজ দায়িত্ব পালন শেষে অবসর সময়ে আত্মবিনির্মাণের জন্য বইপাঠের সুযোগ পাবেন গ্রন্থাগারে এবং নিজ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে পারবেন নিজ সন্তানসহ সমগ্র সমাজে। তাই নারীদের গ্রন্থাগারমুখী করাটাই জাতির পক্ষে মঙ্গলকারক।

উন্নত দেশ গঠনে গ্রন্থাগার : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সচেতন নাগরিকই প্রধান সম্পদ। প্রকৃত শিক্ষিত ছাত্রসমাজই আগামীতে দেশের পরিচালক। এ বৃহৎ সাংগঠনিক কর্মে ছাত্র-ছাত্রী তথা সমাজের প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুনের লেলিহান শিখা প্রজ্বলন করে থাকে গ্রন্থাগার। সুশিক্ষিত মানুষ মাত্রই নিজ মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। রবীন্দ্রনাথের পথ প্রদর্শন অনুযায়ী, -

“গ্রন্থাগাররূপী সমুদ্রে অবগাহন করেই এ সচেতনতা জাগ্রত করা সম্ভব, প্রতিহত করা সম্ভব বহিঃশত্রুর প্ররোচনা।”^{১০}

তাইতো সরকারি উদ্যোগে প্রতিটি গ্রন্থাগারে মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজি-গান্ধিজি-বিবেকানন্দ ইত্যাদি মনীষীদের জন্ম ও প্রয়াণ দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে, যার দ্বারা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আদর্শবাদের বীজ বপন করা সম্ভব।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা : সমাজে গ্রন্থাগারের নানা প্রয়োজনীয়তা থাকলেও বর্তমান প্রজন্ম গ্রন্থাগারবিমুখ। ইন্টারনেট পরিষেবার সহজলভ্যতার ফলস্বরূপ শিশু-কিশোর-তরুণ প্রজন্ম ডুবেছে মোবাইল আসক্তির সমুদ্রে। মানব হৃদয়ে হ্রাস পাচ্ছে ন্যায়-নীতি, আদর্শ বোধ ও সহানুভূতিশীলতার হার। বুদ্ধি পাচ্ছে আগামী প্রজন্মের মনে অপরাধ প্রবণতা। যার

সরাসরি প্রভাব পড়ছে সমাজ ও রাষ্ট্রে। এসবের মূলে সুশিক্ষার অভাব। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে উচ্চআয়সম্পন্ন জীবিকা নির্বাহ করার উপযোগী গড়ে তোলা হলেও, একজন আদর্শ মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ গঠনের প্রক্রিয়াটা প্রায়শই ব্রাত্য থেকে যায়। পুঁথিগত বিদ্যাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতায় শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞান ও বৌদ্ধিক স্তর, মানবিক গুণগুলোর মূল্যায়ন যথাযথ হয়ই না বললে চলে। তাইতো প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে এখন কারণে-অকারণে শুধুই দলাদলি, হানাহানি, হিংসা। এমতাবস্থায় একমাত্র আধুনিক যুক্তিবাদী ও আদর্শবাদী মানবসমাজই পারে প্রকৃত অর্থে নিজেদের তথা দেশ ও দশের উন্নতি সাধন করতে। অবশ্য তার জন্য চাই মনকে সজাগ, সবল ও সুস্থ রাখা। অর্থাৎ এক আদর্শ মনন গঠন, যা একমাত্র গ্রন্থাগারের সান্নিধ্যেই গড়ে ওঠা সম্ভব। সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, -

“লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।”^{১০}

এই অস্থির সময়কালে দাঁড়িয়ে জনজীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতামূলক আন্দোলন হওয়া উচিত এবং চাই ব্যাপক হারে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। মানুষকে বইপাঠে আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের যথাযথ সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেতন করাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন; তাঁর সভাপতিত্বে ‘বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর। সেই থেকে এই দিনটি ‘গ্রন্থাগার দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এ পরিষদের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে ‘পশ্চিমবঙ্গ জন-গ্রন্থাগার আইন’ পাস হয়েছে এবং শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র প্রচুর গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।^{১১} এই সাধু উদ্যোগ অব্যাহত থাকুক এটাই সময়ের দাবি।

গ্রন্থাগারের সমস্যা : বর্তমান সময়ে কর্মী ও সরকারি অনুদানের অভাবে বহু গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে পড়ে আছে এবং অনেক গ্রন্থাগার বিলুপ্তপ্রায়। বিশেষত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা শোচনীয়। সরকারের এ বিষয়ে অতি দ্রুত জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে গ্রন্থাগারগুলোর পুনর্নির্মাণ ঘটে ও সেগুলি প্রাণ ফিরে পায়।

উপসংহার : গ্রন্থাগার মানেই একটি দেশ তথা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার বিজয় কেতনবাহী এক সংগ্রামী দুর্গ, যার কাজ হল সমাজের অপসংস্কৃতি ও অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে একটি সভ্যতাকে কালের গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করে তার ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে হয়ে ওঠে অস্তিত্বের স্মারক। দেশ-স্থান-কাল-পাত্রভেদে জনমানসের রুচিতে ভিন্নতা থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে। গ্রন্থাগার পরিচালক কমিটির উচিত সেই সংশ্লিষ্ট স্থানের সংস্কৃতিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করে তবেই বই ও তথ্যাদি গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা, যাতে পাঠক ও গ্রন্থাগারের মধ্যে একাত্মিকরণ সহজেই ঘটতে পারে। স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় রেখে গ্রন্থাগার পরিচালনা করলে সাধারণ মানুষের সাথে এর নিবিড়তা বাড়ে। এছাড়াও গ্রন্থাগারে উপলব্ধ পরিষেবাগুলো সম্বন্ধে মাঝেমাঝেই লোকালয়ে সচেতনতামূলক মাইকিং করানো উচিত। এতে জনমানসের মাঝে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে। পাঠকেরও উচিত গ্রন্থাগারের প্রতিটি জিনিসের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে নিকটস্থ পাঠাগারের সদস্য হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। পাঠকের লালিতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় একটি গ্রন্থাগারে, তাই চাই উভয়ের মধ্যেই দৃঢ় বন্ধন। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পাঠকদের যত্নশীলতা— এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই একটি গ্রন্থাগার প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে সুখ-শান্তিময়, প্রগতিশীল কাক্ষিত আধুনিক সমাজ।

Reference:

১. চৌধুরী, প্রমথ, ‘লাইব্রেরি’, প্রবন্ধ সংগ্রহ, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৫২, পৃ. ১৮৩
২. ডুরান্ট, উইল এবং এরিয়েল ডুরান্ট, দ্য লেসনস অফ হিস্ট্রি (ইতিহাসের শিক্ষা), সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, ১৯৬৮, পৃ. ১০১

৩. ম্যাডেল্লা, নেলসন, 'ইন্টারনেটসরাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ', জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৬ জুলাই ২০০৩, পৃ. ২ (ভাষণ সংকলন)।
৪. কার্লাইল, থমাস, 'দ্য হিরো অ্যাজ ম্যান অফ লেটারস', অন হিরোস, হিরো-ওয়ারশিপ, অ্যান্ড দ্য হিরোইক ইন হিস্ট্রি, জেমস ফ্রেজার, ১৮৪১, পৃ. ১৬২
৫. ইউনেস্কো/ ইফলা (UNESCO/ IFLA), ডিজিটাল লাইব্রেরি মেনিফেস্টো ২০১১ (Digital Library Manifesto 2011), ইউনেস্কো আর্কাইভস, ২০১১, পৃ. ২-৪
৬. ইউনেস্কো (UNESCO), পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানিফেস্টো ১৯৯৪ (ইউনেস্কো জনগ্রন্থাগার ঘোষণা ১৯৯৪), ইউনেস্কো/ ইফলা (IFLA), ১৯৯৪, পৃ. ১
৭. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (NFHS-5), ২০১৯-২১: ভারত প্রতিবেদন, ভারত সরকার, ২০২২, পৃ. ৬৮-৭০
৮. নেহরু, জওহরলাল, আথ্রোপোলজি অফ এডুকেশন, জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফাউন্ড, ২০০২, পৃ. ১৮২
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'লাইব্রেরি', বিচিত্র প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯০৭, পৃ. ১৬
১০. চৌধুরী, প্রমথ, 'লাইব্রেরি', প্রবন্ধ-সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৩৫৯ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮৩
১১. পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরিস অ্যাক্ট, ১৯৭৯ (পশ্চিমবঙ্গ জনগ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯), আইন বিভাগ, ১৯৭৯, ধারা : ১-২